আপনি ক্রেজিএইচডি তে নতুন একাউন্ট করে থাকলে টরেন্ট ডাউনলোড করার আগেই এই পোস্ট টি ভালোভাবে পড়ুন।

টরেন্ট, সিড, লিচ, রেশিও, পিয়ার, শেয়ার্ড এবং পাবলিক আইপি সহ টরেন্ট এর খুটনাটি সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্তর পাবেন এই পোস্ট এ।
Seed/Seeder, Leech]/Leecher, Peer, Ratio, Freeleech, Public/Dedicated/Real IP, Shared/Private IP

প্রশ্নঃ টরেন্ট কি এবং কিভাবে কাজ করে?
উঃ টরেন্ট হলো দুইটি কম্পিউটারের মাঝখানে ডেটা আদান প্রদানের একটি মাধ্যম যা Seed এবং Leech এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। আমরা যখন কোথাও হতে কোন ফাইল ডাউনলোড করি , তখন তা কোন সার্ভারে আপলোড থাকে। আমরা সেখান থেকে ফাইল টা ডাউনলোড করি। Share it এর কথাই চিন্তা করতে পারেন। Share it এ wifi এর মাধ্যমে ডেটা আদান প্রদান হয়। আর ইন্টারনেট এ ইন্টারনেট_কানেকশন এর মাধ্যমে হয়। কিন্তু , টরেন্টে কোন ফাইল আপলোড করা থাকে না। টরেন্টে শুধু এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারে ডেটা ট্রান্সফার বা রিসিভ এর কাজ করে। তেমনি টরেন্টে দুইটি বিষয় রয়েছে। Seeder (Uploader) এবং Leecher (Downloader). টরেন্ট এ কিছু ডাউনলোড করলে আপনার কম্পিউটার বা মোবাইলের যে ফোল্ডারে ফাইলটা ডাউনলোড হবে , সেখান থেকে যদি ফাইলটা না সরিয়ে নেন , তাহলে আপনিও হয়ে যাবেন Seeder। মানে আপনার কম্পিউটার/মোবাইল থেকেও অটোমেটিক ফাইল আপলোড হবে যখন এই ফাইল টা অন্য কেউ ডাউনলোড দিবে। ধরুন আপনি টরেন্ট থেকে একটা ফাইল ডাউনলোড দিবেন। সেখানে লিখা থাকবে seeders কত জন এবং leechers কত জন। Seeders/আপলোডার বেশি হলে টরেন্ট সেই ফাইলকে শত শত ভাগে ভাগ করে দেয় এবং একেক কম্পিউটার থেকে একেক অংশ ডাউনলোড (Leech) হয়। তাই যে ফাইলে Seeder বেশি দেখবেন , সেটায় স্পিড ও বেশি পাবেন (সম্ভাবনা বেশি)। এই ই ছিলো টরেন্ট এর মেইন বিষয়গুলো। যেকোন ফাইল ডাউনলোড করার আগে Seeders এবং Leechers দেখে নিবেন। এগুলো বেশি হলে ফাইল ডাউনলোড এর স্পিড ও আশা করি বেশি পাবেন যদিও তা নেট কানেকশন এর উপরেও ডিপেন্ড করে।

প্রশ্নঃ সিড (Seed) কি জিনিস? কিভাবে সিড করে?
উঃ সিডিং মানে অন্য পিয়ারদের সাথে একটি ফাইল শেয়ার করা। কোন ফাইল যখন ডাউনলোড করা শেষ হবে তখন তার স্টাটাস পরিবর্তন হয়ে সিডিং(Seeding) হবে। ডাউনলোড করা শেষ হওয়ার পরে, আপনি যদি টরেন্টটা ডিলিট না করে এবং এর লোকেশন পরিবর্তন না করে সিডিং অবস্থায় রেখে দেন তবে এটি আপলোড হওয়া শুরু করবে যদি ওই ফাইলের অন্য লিচার/ডাউনলোডার থাকে।

প্রশ্নঃ পিয়ার কি ?
উঃ পিয়ার হচ্ছে ডাউনলোডার/লিচার যে/যারা একাধারে ফাইলটি ডাউনলোড এবং আপলোড করছে। টরেন্ট এ একটি ফাইল পিস হিসেবে ডাউনলোড হয়। যখন একজন ব্যবহারকারী কিছু পিস ডাউনলোড করেন, তখন তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি আপলোড করা শুরু করেন।

প্রশ্নঃ আমার সিড হচ্ছে না তার কারন কি?
উঃ কোন ফাইল যখন ডাউনলোড করবেন তখন স্টাটাসে সেটা ডাউনলোড দেখাবে। ডাউনলোড শেষ হয়ে গেলেই সেটা সিডিং দেখাবে। (যদি ফাইলের স্থান পরিবর্তন অথবা ডিলিট না করা হয়ে থাকে)। সুতরাং সিডিং হচ্ছে না এটা ঠিক না। আপনার টরেন্ট সিডিং হচ্ছে হয়তো আপলোড হচ্ছে না।

প্রশ্নঃ আমার সিডিং হচ্ছে কিন্তু আপলোড হচ্ছে না কেন?
উঃ আপলোড না হওয়ার অনেক কারন রয়েছে-
আপনি যে টরেন্টটা ডাউনলোড করেছেন সেটা হয়তো আর কেউ ডাউনলোড করছে না অথবা করলেও ডাউনলোডার/লিচার সংখ্যা কম।
আপনার শেয়ার্ড/প্রাইভেট আইপি (Shared/Private IP) এবং যারা ডাউনলোড করছে তাদেরও শেয়ার্ড/প্রাইভেট আইপি।
একটা পিয়ার আরেকটা পিয়ার এর সাথে কানেক্ট হওয়ার জন্য যে কোন একজনের পোর্ট ওপেন হতে হবে। শেয়ার্ড/প্রাইভেট আইপিতে পোর্ট ক্লোজ থাকে। তাই দুইজন/সবাই শেয়ার্ড আইপি ব্যবহারকারি হলে পিয়ার কানেক্ট হয় না। তাই আপলোড ও হয় না।

প্রশ্নঃ রেশিও (Ratio) কি? রেশিও কত রাখা উচিত?
উঃ টরেন্ট সিস্টেমে রেশিও একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। আপনি কতটা ডাউনলোড করেছেন তার তুলনায় আপনি কত আপলোড করেছেন তার একটি পরিমাপ হচ্ছে রেশিও। আপনার টোটাল আপলোড কে টোটাল ডাউনলোড দিয়ে ভাগ করলে আপনার রেশিও পাওয়া যাবে। ধরি আপনি ১ জিবি আপলোড করেছেন আর ৪০০ এমবি ডাউনলোড করেছেন তাহলে আপনার রেশিও হবে ৪০০/১০২৪=০.৩৯ (১ জিবি=১০২৪ এমবি) আপনার রেশিও যত বেশি হবে তত ভালো। তবে সর্বনিম্ন ১ রাখা উচিত।

প্রশ্নঃ আমার রেশিও এমন দেখাচ্ছে কেন?
উঃ মানে হচ্ছে আপনার রেশিও কাউন্ট শুরু হয়নি। আমাদের সাইটে একাউন্ট করার সাথে সাথেই আপনার একাউন্টে ১জিবি আপলোড দিয়ে দেয়া হবে। আপনি যদি কোন কিছু ডাউনলোড না করে থাকেন তবে আপনার রেশিও দেখাবে, এতে চিন্তার কিছু নেই। ডাউনলোড শুরু করলেই রেশিও কাউন্ট হবে। তাছাড়া বিভিন্ন অকেশনে আমাদের সাইটের সকল টরেন্ট এ ফ্রিলিচ ঘোষণা করা হয় তখন যদি আপনি একাউন্ট করে থাকেন এবং কিছু ডাউনলোড ও করে থাকেন তার পরও আপনার রেশিও দেখাতে পারে। ফ্রিলিচ শেষ হলে আপনার ডাউনলোড কাউন্ট হবে আর তখন রেশিও ও কাউন্ট হবে।

www.Abc24.GA

প্রশ্নঃ রেশিও মেইনটেইন করতে হবে কেন?

উঃ সাধারনত প্রতিটা প্রাইভেট ট্র্যাকার/টরেন্ট সাইটে রেশিও মেইনটেইন করতে হয়। উপরে বলা হয়েছে টরেন্ট কিভাবে কাজ করে। যেহেতু টরেন্ট এর ফাইল গুলো কোন সার্ভারে আপলোড করা থাকে না, টরেন্টে শুধু এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারে ডেটা ট্রান্সফার বা রিসিভ এর কাজ করে তাই সকলেই ডাউনলোড করার পর সবাই যদি সিডিং অফ করে দেয় তাহলে নতুন কেউ সে ফাইলটা ডাউনলোড করতে চাইলে তা করতে পারবে না। আর সে জন্যই সিড করার মাধ্যমে রেশিও মেইনটেইন করতে হবে যাতে অন্য ব্যবহারকারী রাও সে ফাইল ডাউনলোড করতে পারে। আপনার রেশিও বেশি কমে গেলে যে কোন সময় আপনার ডাউনলোড অফ হয়ে যেতে পারে। এমনকি আপনার একাউন্ট ও সাসপেন্ড করা হতে পারে। তাই আপনাকে অবশ্যই রেশিও মেইনটেইন করতে হবে।

প্রশ্নঃ ফ্রীলিচ (Freeleech) টরেন্ট কি?

উঃ কোন টরেন্ট এ ফ্রীলিচ থাকা মানে হল সেই টরেন্ট ডাউনলোড করলে ফুল ডাউনলোড কাউন্ট হবে না। আমাদের ওয়েব সাইটে ২ ধরনের ফ্রীলিচ টরেন্ট আছে। ৫০% এবং ১০০% ফ্রীলিচ টরেন্ট।

৫০% ফ্রীলিচ মানে হচ্ছে এই টরেন্ট ডাউনলোড করলে তার ৫০% ডাউনলোড কাউন্ট হবে। ধরি ৮ জিবির ৫০% ফ্রীলিচ ফাইল ডাউনলোড করলে আমার ডাউনলোড কাউন্ট হবে ৪ জিবি।

১০০% ফ্রীলিচ মানে এই টরেন্ট ডাউনলোড করলে কোন ডাউনলোড কাউন্ট হবে না।

ফ্রীলিচ টরেন্ট গুলো পেতে ওয়েব সাইটের মেনু থেকে Torrents ক্লিক করুন, তারপর Freeleech Torrents এ ক্লিক করুন। এভাবে সব ফ্রীলিচ টরেন্ট গুলো পাবেন। এই পেজের মধ্যে যে টরেন্ট গুলোর পাশে কালো রঙের কয়েন আছে সেগুলো ৫০% ফ্রীলিচ আর যেগুলোর পাশে গোল্ডেন রঙের কয়েন আছে সেগুলো ১০০% ফ্রীলিচ।

প্রশ্নঃ আমার রেশিও অনেক কমে গেছে, লাল সতর্ক সঙ্কেত দিচ্ছে এখন কিভাবে রেশিও বাড়াবো?

উঃ উপরে ক্লিয়ার ভাবে বলা হয়েছে রেশিও মেইনটেইন করতে এর পরও আপনার রেশিও অনেক নিচে নেমে যাওয়া উচিত না। একবার রেশিও অনেক কমে গেলে সেটা আবার সামঞ্জস্য করা খুব কঠিন। আপনার রেশিও যদি অনেক কমে, লাল সঙ্কেত দেখায় তবে আপনি এখন রেশিও বাড়ানোর জন্য আমাদের সাইট থেকে ১০০% ফ্রীলিচ টরেন্ট বেশি বেশি ডাউনলোড করে সিড করতে পারেন। এতে আপনার ডাউনলোড কাউন্ট হবে না। ফ্রীলিচ ফাইল ডাউনলোড করার সময় যে ফাইলগুলোর লিচার/ডাউনলোডার বেশি সেগুলো ডাউনলোড করবেন তাহলে কিছু আপলোড পাবেন। তাছাড়া আপলোড না পেলেও প্রতি ঘন্টায় প্রতি টরেন্ট সিড করার জন্য ০.৬ বোনাস পয়েন্ট পাবেন। এভাবে পয়েন্ট জমিয়ে তা দিয়েও স্টোর থেকে আপলোড কিনতে পারবেন যা দিয়ে আপনার রেশিও বাড়বে।

প্রশ্নঃ শেয়ার্ড/প্রাইভেট (Shared/Private) আইপি কি?

উঃ সহজ ভাষায় শেয়ার্ড/প্রাইভেট আইপি বলতে বোঝায় যে আইপি আপনি ছাড়াও আরও অনেকে ব্যবহার করে। আমাদের দেশে অল্প কিছুসংখ্যক ইন্টারনেট ব্যবহারকারি পাবলিক/ডেডিকেটেড/রিয়েল আইপি ইউজার।

প্রশ্নঃ পাবলিক/ডেডিকেটেড/রিয়েল (Public/Dedicated/Real) আইপি কি?

উঃ যে আইপি শুধুমাত্র আপনিই ব্যবহার করেন সেটাই পাবলিক/ডেডিকেটেড/রিয়েল আইপি। পিয়ার কানেক্ট এর জন্য পাবলিক/ডেডিকেটেড/ রিয়েল আইপির দরকার।

প্রশ্নঃ আমার আইপি কি শেয়ার্ড নাকি ডেডিকেটেড/রিয়েল কিভাবে বুঝবো?

উঃ আমাদের দেশে সাধারনত কম টাকার ইন্টারনেট প্যাকেজ গুলোর সাথে শেয়ার্ড আইপি থাকে। কিছু কিছু আইএসপি তাদের বড় প্যাকেজ এর সাথে ডেডিকেটেড/পাবলিক আইপি দিয়ে থাকে। তাছাড়া ডেডিকেটেড আইপি নিতে চাইলে আইএসপি কে এর জন্য অতিরিক্ত পেমেন্ট দিতে হবে মাসিক। তাই আপনার প্যাকেজ যদি কম টাকার হয় তাহলে ধরে নেয়া জায় আপনার শেয়ার্ড আইপি। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আইএসপি র সাথে কথা বলুন।

প্রশ্নঃ শেয়ার্ড আইপি দিয়ে কিভাবে আপলোড পাবো?

উঃ শেয়ার্ড আইপি দিয়ে আপলোড পাওয়া কঠিন। যে ফাইলগুলোর লিচার/ডাউনলোডার বেশি সেগুলো ডাউনলোড করে সিড করুন আশা করা যায় আপনি কিছু কিছু আপলোড পাবেন।

প্রশ্নঃ শেয়ার্ড আইপি দিয়ে অন্য টরেন্ট সাইট থেকে ডাউনলোড করার পর তো আপলোড হয় কিন্তু ক্রেজিএইচডি থেকে হয় না কেন?

উঃ পাবলিক টরেন্ট সাইটে সাধারনত বিভিন্ন দেশের ব্যবহারকারিরা ডাউনলোড করে। বেশির ভাগই বাহিরের দেশের ব্যবহারকারি। তারা বেশিরভাগই ডেডিকেটেড/পাবলিক আইপি ব্যবহার করে তাই আপনার শেয়ার্ড আইপি হওয়ার পরও আপনি আপলোড পাচ্ছেন। অন্যদিকে ক্রেজিএইচডি দেশি প্রাইভেট টরেন্ট সাইট আর আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ ই শেয়ার্ড/প্রাইভেট আইপি ব্যবহার করে তাই তাদের সাথে পিয়ার কানেক্ট না হওয়ায় আপনি আপলোড পাচ্ছেন না।

প্রশ্নঃ আমি টরেন্ট ডাউনলোড করার সময় স্পীড পাচ্ছি না কেন?

উঃ কোন টরেন্টে সিডার যদি কম থাকে এবং লিচার/ডাউনলোডার বেশি থাকে তবে স্পীড কম পেতে পারেন। অথবা সিডার বেশি আছে কিন্তু পাবলিক/ডেডিকেটেড আইপির পিয়ার সংখ্যা কম হলেও স্পীড কম পেতে পারেন। ক্রেজি এইচডি (CrazyHD) আপনার ডাউনলোড বা আপলোড স্পীড কন্ট্রোল করে না। স্পীড রিলেটেড ইস্যুতে আপনার আইএসপি (ISP) এর সাথে কথা বলুন।

www.Abc24.GA